সংবাদ

তারিখ 10 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

# দেড় যুগেও এমপিওভুক্ত হয়নি ৩৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী

চিত্ত ঘোষ, দিনাজপুর

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ৩৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩শ' শিক্ষক-কর্মচারী দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে এমপিওভুক্তি হতে পারেননি। সরকার আসে সরকার যায় তবুও দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার সেই ১২টি স্কুল, ১৫টি মাদরাসা ও ৮টি কলেজের ৩শ' জন শিক্ষক-কর্মচারীর ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। এমপিওভুক্তির প্রহর গুনতে গুনতে বেশ ক'জন শিক্ষক ইতোমধ্যে অবসরও নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ৩৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ প্রায় দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরে ধরনা দিয়ে কেবল একাডেমিক স্বীকৃতি ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি নিতে পারলেও এমপিওভুক্তির অনুমতি নিতে পারেননি। ফলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের জীবন চলার পথ স্থবির হয়ে পড়েছে। এমপিওভুক্তির প্রতিক্ষায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো কারেঙ্গাতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর সাতনালা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নওখৈর আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিন্যাকুড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হযরতপুর শিমুলতলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সনকৈড় রাবারড্যাম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গলাহার শাহাপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পূনট্টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলোকডিহি বেকিপুল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খামার সাতনালা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ সুকদেবপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফতেজংপুর মহাবিদ্যালয়, বিন্যাকুড়ী মহাবিদ্যালয়, সুখীপীর মহাবিদ্যালয়, আমবাড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়, বৈকণ্ঠপুর বিএম মহাবিদ্যালয়, আমতলী মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে বন্ধ), কুতুবডাঙ্গা স্কুল এন্ড কলেজ (কলেজ শাখা), খোচনা এস,সি স্কুল এন্ড কলেজ (কলেজ শাখা), আবু বক্কর সিদ্দীক (রাঃ) দাখিল মাদরাসা, উত্তর সুকদেবপুর দাখিল মাদরাসা, দক্ষিন নগর দাখিল মাদরাসা, তালিমুল কোরআন দাখিল মাদরাসা, শ্যামনগর দাখিল মাদরাসা, মোস্তফাপুর দাখিল মাদরাসা, বাসুদেবপুর হাই-উল-উলুম দাখিল মাদরাসা, পশ্চিম সাইতাড়া দ্বৈতখারপীর দাখিল মাদরাসা, রামপুর মহলবাড়ি দাখিল মাদরাসা, পাটাইকুড়ী দাখিল মাদরাসা, সাহাপুর দাখিল মাদরাসা, সিংগানগর দাখিল মাদরাসা, মর্ত্তমণ্ডল দাখিল মাদরাসা ও মথুরাপুর দাখিল মাদরাসা।

**চিরিরবন্দর**

কারেঙ্গাতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রাকিব সরকার জানান, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে পরিচালিত হয় ঠিক একই নিয়মে নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানও পরিচালিত হয় শুধু তফাৎ তারা বেতন পায় আমরা বেতন পাইনা। স্কুলের চাকুরী করে অন্যের বাড়িতে কাজও করা সম্ভব হয়না ফলে বেতন না পাওয়ায় পরিবারগুলোতে দুর্ভোগের শেষ নেই। চিরিরবন্দর উপজেলা নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক বাবু সরকার জানান, বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে ২৬ হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করন করেছেন। তাছাড়া শিক্ষা প্রসারে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীদের হাতে একযোগে বিনামূল্যে তুলে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষক কর্মচারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধিসহ বাড়িভাড়া ৫ গুণ ও চিকিৎসাভাতা ২ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্প্রতি সরকার সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের পে-স্কেল ও নববর্ষের ভাতা প্রদান করেছেন। নারী শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে বৃত্তি-উপবৃত্তি দ্বিগুন ও পরিমান বৃদ্ধি স্নাতক স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি ও অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম চালু করা শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সরকারের উন্নয়নের উজ্জল দৃষ্টান্ত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নন-এমপিও শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত না হওয়ার কারণে ১০ হতে ১৫ বছর ধরে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে পাঠদানকারী ৩শ' শিক্ষক-কর্মচারী বিনা বেতনে মানবেতর জীবনযাপন করছেন, যা অত্যন্ত কষ্টকর, বেদনাদায়ক ও অমানবিক। শিক্ষা বান্ধব সরকার হিসাবে নন-এমপিও এসব অভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করে ভাগ্যের পরিবর্তন করার জোর দাবি জানিয়েছেন তিনি।